সংবাদ

11 NOV 2008

শিক্ষক প্রশিক্ষণের নামে সার্টিফিকেট বাণিজ্য

শিক্ষক প্রশিক্ষণের নামে সার্টিফিকেট বাণিজ্যের অভিযোগ উঠেছে। দেশের শিক্ষক প্রশিক্ষ ইনস্টিটিউটগুলোর মানহীন প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষকদের অযোগ্যতা, ক্লাস, এসাইনমেন্ট ও ব্যবহারিক ক্লাস না কা সার্টিফিকেট অর্জনসহ একাধিক অভিযোগ এনে সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি তদন্ত কমিটি ৮৯ প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করেছে এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে বলে জানা গেছে। আমরা জানি যে, দেশে টিটি কলেজগুলো গড়ে তোলা হয়েছিল দক্ষ ও মেধাবী শিক্ষক তৈরির উদ্দেশ্যে। কিন্তু দুঃখজনক হলে আমাদের ছাত্র গড়ার কারিগর এসব শিক্ষক যদি এভাবে সার্টিফিকেট নিয়ে ছাত্রদের পড়ান তাহলে ছাত্র তাদের কাছে কি শিখবে। আর জাতি গঠনে তারা কি ভূমিকা রাখতে পারে।

সম্প্রতি আমাদের একটি সহযোগী ইংরেজি দৈনিকে এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে প্রতিবেদন সূত্রে জানা যায়, দেশের প্রায় ১শ'টি সরকারি-বেসরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের মান নি তদন্ত করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। তদন্তে মোট ৮৯টি বেসরকারি টিটি কলেজ, ৬টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যাল বিএড ও এমএড কোর্স পরিচালনা করে আসছে। লাল, ধূসর, হলুদ ও সাদা এ চার ক্যাটাগরিতে ভাগ কা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে।

আমরা মনে করি, শিক্ষার মতো একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়ে বিশেষ করে যারা শিক্ষক তৈরি করবে তাদের ভুয়া ও জালিয়াতি মানসিকতা কখনও মেনে নেয়া যায় না। যারা জাতির আগামী প্রজন্ম তৈরির দায়িত্বে নিয়োজিত তারা যদি না শিখে, শিক্ষার নামে টাকা দিয়ে সার্টিফিকেট কিনে শিক্ষকতা পেশায় আসেন তাদে কাছে জাতি কেমন সেবা পাবে– তা স্পষ্ট। এমনিতেই আমাদের শিক্ষার মান নিয়ে দেশ-বিদেশে নানা প্রশ্নে সম্মুখীন হতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। বাইরের কোন দেশে স্কলার্শিপ নিয়ে পড়তে গেলে বোঝা যায় শিক্ষা পদ্ধতি ত্রুটিগুলো কিন্তু শিক্ষকদের এ দুরবস্থার বিষয়টি নিয়ে বিগত কোন সরকারই কোন কাজ করেনি। এমনকি আমরা দেখেছি নাম ও সাইনবোর্ডসর্বস্ব প্রতিষ্ঠানকে বেসরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের অনুমোদ দেয়া হয়েছে।

আমরা দেখেছি যে, বিগত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে নিযুক্ত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিতর্কিত ভিসি আফতাব আহমেদ সাইনবোর্ডসর্বস্ব প্রতিষ্ঠানকে অনুমোদন দিয়ে শিক্ষক প্রশিক্ষ ইনস্টিটিউটের চরম সর্বনাশটি করেছেন। আমরা আরও জানি, বিতর্কিত ভিসি আফতাবের বিরুদ্ধে জাতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অসংখ্য দুর্নীতির অভিযোগ ছিল। আফতাব আহমেদ মারা গেলেও তার সময়ের কৃতকর্মে জের হিসেবে এখনও রয়ে গেছে এসব মানহীন প্রতিষ্ঠান।

আমাদের সহযোগী একটি ইংরেজি দৈনিক আরও উল্লেখ করেছে, সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষ ইনস্টিটিউটগুলোর মধ্যে শতকরা ৭৮ ভাগ সিট প্রতিবছর পূরণ হয় না আবেদনকৃত শিক্ষকদের যোগ্যতা ন থাকার কারণে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত কমিটি এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছে, মানহীন বেসরকা টিচার্স ট্রেনিং (টিটি) কলেজগুলো ব্যাঙের ছাতার মতোই বেড়ে উঠছে।

শিক্ষা উপদেষ্টা যদিও বলেছেন, যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক ছাড়া কখনও যোগ্য ছাত্র গড়ে তোলা সম্ভব নয় আমরাও শিক্ষা উপদেষ্টার সঙ্গে এ বিষয়ে একমত। তবে প্রশ্ন হলো, সরকারের উচ্চপর্যায়ে থেকে এভাবে শু উদ্বেগ প্রকাশ করেই দায়িত্ব শেষ হয় না। আমরা মনে করি যেহেতু বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের এই মান নিয়ে প্র উঠেছে, তাই এখনই এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া উচিত।

যদিও সরকারের তরফ থেকে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। কিন্তু আমর মনে করি সরকারের উচিত এখনই এসব ভুয়া প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন বাতিল এবং যারা এই সার্টিফিকে বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া। আর এ কাজটি করতে হবে এখনই শিক্ষা ও ছাত্র তৈরির কারিগর শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ নিয়ে কোন প্রকার অনিয়ম বরদাস্ত করা যাবে না দেশের স্বার্থে, আগামী প্রজন্মের স্বার্থে এসব লুটেরা সার্টিফিকেট বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কঠো শাস্তির ব্যবস্থা নিতে হবে।